গাংনীতে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে দু’ব্যাবসায়ীর জরিমানা

মেরেপুরের গাংনী বাজারের ওষুধের দোকানসহ দুটি দোকানে অভিযান চালিয়ে ভোক্তা অধিকার আইনে জরিমানা আদায় করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গাংনী বাজারের সেতু ফার্মেসী নামক একটি ওষুধের দোকান ও সেতু হার্ডওয়ার এ্যন্ড ইলেক্ট্রনিক দোকানে অভিযান চালায় ভ্রাম্যমাণ আদালত।

বুধবার বেলা ১১ টার দিকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক সজল আহম্মেদ এ অভিযান পরিচালনা করেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সুত্রে জানায়, গাংনীর সেতু ফার্মেসীতে মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ রাখার অপরাধে ফার্মেসীর মালিক বাবুল হাসানকে ১০ হাজার টাকা এবং পার্শ্ববর্তী সেতু হার্ডওয়ার এন্ড ইলেক্ট্রনিক্স দোকানে যত্রতত্র গ্যাস সিলিন্ডার রাখা ও গ্যাস সিলিন্ডারের মুল্য তালিকা না টাঙ্গানোর অপরাধে দোকান মালিক আব্দুস সালামকে ৪ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এসময় জেলা স্যানিটারী ইন্সেপেক্টর আব্দুস সালামসহ গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে মাসকলাই উৎপাদনে কৃষি প্রণোদনা

মেহেরপুরের গাংনীতে কৃষি প্রণোদনা হিসেবে কৃষকদের মাঝে সার ও বীজ বিতরণ করা হয়েছে।

বুধবার সকাল ১০ টার সময় গাংনী উপজেলা পরিষদ সভা কক্ষে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা কৃষি অফিস প্রণোদনা বিতনের আয়োজন করে।

এসময় গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ, কৃষি কর্মকর্তা কেএম সাহাবুদ্দিন,উপজেলা প্রানী সম্পদ কর্মকর্তা ও এমপি প্রতিনিধি মনিরুজ্জামান আতু উপস্থিত ছিলেন।

প্রণোদনা কর্মসুচীর আওতায় ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে মাসকলাই উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষে গাংনী উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের প্রান্তিক পর্যায়ের ৭৬০ জন কৃষককে ৫ কেজি বীজ, ১০ কেজি ডিএপি ও ৫ কেজি পটাশ প্রদান করা হয়।

গাংনীতে আলমসাদুর ধাক্কায় যুবক আহত

মেহেরপুরের গাংনীতে স্যালোইঞ্জিন চালিত আলমসাদুর ধাক্কায় ইজিবাইক থেকে ছিটকে পড়ে হোসেন আলী নামের এক যুবক মারাত্বক জখম হয়েছে। হোসেন আলী (২৬) গাংনী উপজেলার নওদাপাড়া গ্রামের ইমদাদুল হকের ছেলে।

বুধবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে গাংনী পৌর এলাকার পশ্চিম মালশাদাহ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আহত হোসেন আলীকে মারাত্বক আহত অবস্থায় পথযাত্রীরা উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।

স্থানীয়রা জানান,হোসেন আলী সকালে ইজিবাইকে করে বাড়ি থেকে গাংনী আসছিলেন। মালশাদাহ নামক স্থানে পৌছালে থেকে বিপরীত দিক থেকে আসা বেপরোয়া আলমসাদু তাকে ধাক্কা দেয়।

এসময় হোসেন আলী ইজিবাইক থেকে ছিটকে পড়ে হাত-পা ও মাথায় রক্তাক্ত জখম হয়। পথযাত্রীরা তাকে উদ্বার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।

হোসেন আলীর অবস্থা আশঙকা জনক হওয়ায় জরুরী বিভাগের চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন।

মেহেরপুরে ফেন্সিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে ৭০ বোতল ফেন্সিডিলসহ শাহিনুর রহমান সবুজ
(২৭) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে ডিবি পুলিশ। বুধবার সকালে এস আই অজয় কুমার কুন্ডুর নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে গাংনীর বামন্দি থেকে তাকে আটক করা হয়।

আটক শাহিনুর রহমান সবুজ কুষ্টিয়া মিরপুরের আটিগ্রামের হাবিবুল ইসলামের ছেলে।

ডিবি পুলিশের ওসি জুলফিকার আলী বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, আটক আসামী বিরুদ্ধে গাংনী থানায় একটি নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মেপ্র/এমএফআর

বামন্দীতে বিট পুলিশিং কার্যক্রমের উদ্বোধন

“বিট পুলিশিং বাড়ি বাড়ি নিরাপদ সমাজ গড়ি” এই স্লোগানকে সামনে রেখে জন-গনের দোর গোড়ায় পুলিশি সেবা পৌছে দিতে বামন্দীতে বিট পুলিশিং কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে গাংনী উপজেলার বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পে বিট পুলিশিং কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওবাইদুর রহমান।

এসময় উপস্থিত ছিলেন গাংনী থানার (ওসি) তদন্ত সাজেদুল ইসলাম, বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের এএসআই হেলাল উদ্দিন,বামন্দী ইউনিয়ন

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

মেহেরপুর জেলায় বর্তমানে আক্রান্ত রয়েছেন ১৭৩ (সদর-১১০, গাংনী- ৪৬, মুজিবনগর -১৭) জন। এ পর্যন্ত জেলায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়ে- ১০ জন। (সদর-৫, গাংনী- ৪, মুজিবনগর -১)। সুস্থ হয়েছেন ২৬৭ জন । অন্যত্র ট্রান্সফার্ড করা হয়েছে ২৯ জনকে।

নমুনা ৩৪৩৮+৩৫ সদর ও হাসপাতাল ৪+১৯= ২৩, গাংনী-১০, মুজিবনগর-২। ফলাফল- ৩১৬৬+৮০= ৩২৪৬টি। পজিটিভ-২৯টি (সদর-২৪, গাংনী-৩, মুজিবনগর-২)। বর্তমানে পজিটিভ সংখ্যা ১৭৩, সদর ১১০, গাংনী ৪৬, মুজিনগর ১৭। মৃত্যু ১০, সুন্ত ২৬৭, ট্রান্স ২৯।

গাংনী-৩
কাজীর মোড় চৌগাছা- নুরুল ইসলাম (৭০), বামুন্দী- সাবিত হাসান (৫), মালশদাহ-আসাদুজ্জামান (৪৬)

মুজিবনগর-২ জন
এ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার হসপিটাল- আঃ রাজ্জাক (৩৮), বাগোয়ান-সুজন (২৫)

মেহেরপুর সদর ২৪ জন
মল্লিকপাড়া- অনন্ত কুমার সাহা, দিঘিরপাড়া- আতিয়ার, রাধাকান্তপুর- আতাহার আলী, বারাদী – লালমতি, হোটেল বাজার – গুল মহাম্মদ, রাইপুর – আলতাব উদ্দীন, স্টেডিয়াম পাড়া – আব্দুস সামাদ, বন বিভাগপাড়া – আশরাফ আলী, ঈদগা পাড়া – রোকেয়া বেগম, সদর হসপিটাল- শারমিন আক্তার, স্পেডিয়াম পাড়া-সফিকুল ইসলাম, ঘোষপাড়া- ইউনুস মাষ্টার, চাঁদবিল- আবুল কাশেম, গোভীপুর-সফিকুল ইসলাম, হালদার পাড়া -তপন কুমার সাহা, আমঝুপী – তুহিন আলী, পুরাতন পোষ্ট অফিস পাড়া-মনোয়ারা বেগম, লিজা

করোনায় মেহেরপুরের বাবলু

স্টুডিওর মালিক রফিকুর রহমান বাবলু’র মৃত্যু

মেহেরপুরের বড়বাজার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বাবলু স্টুডিওর মালিক রফিকুর রহমান বাবলু (৬৭) আজ ১২:০৫ মিনিটে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছে। উনার বিভিন্ন শারীরিক জটিলতা সহ করোনা পজিটিভ রোগীর ছিলেন।

রফিকুর রহমান বাবলু বড়বাজারের সিরাজুল ইসলামের ছেলে।

গত ৭ আগস্ট মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় করোনা আক্রান্ত হন।শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে ১২ আগস্ট রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

মৃত্যুকালে স্ত্রী এক ছেলে ও এক মেয়েসহ অসংখ্য গুণগ্রহী রেখে গেছেন ।

দলিল প্রতি ঘুষ নেন কমপক্ষে ৩৫০টাকা, কখনও তারও বেশি!

মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলা সাব-রেজিস্টার কার্যালয়ের বিরুদ্ধে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। প্রতিমাসে এই কার্যালয় থেকে কমপক্ষে ৩০০ দলির সম্পন্ন হয়। প্রতি দলিল থেকে কমপক্ষে সাড়ে তিনশ টাকা করে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। কোন কোন দলিলে আরো বেশি নেওয়া হয়।

জেলা রেজিস্টারে অডিট ব্যয়, নজরানা সহ এই নানাবিধ কারন দেখিয়ে গ্রাহকদের কাছ থেকে হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে হাজার হাজার টাকা।

গাংনীর বর্তমান সাব-রেজিস্টার মাহফুজ রানা চলতি বছরের ৯ ফেব্রুয়ারি যোগদান করেন। অভিযোগ রয়েছে মাহফুজ রানা সাব-

রেজিস্টার হিসেবে যোগদানের পর থেকেই বেড়েছে দুর্নীতি। নিজেকে ছাত্রলীগের সাবেক নেতার পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন মহলকে ম্যানেজ করে ঘোরে তার দুর্নীতির চাকা।

জানা গেছে, গাংনী সাব-রেজিস্টার অফিসে সরকারী নিয়মানুযায়ী ইউনিয়নের কৃষি জমি মূল্যেও ৭ শতাংশ, অকৃষি জমি ৮ শতাংশ, পৌর সভার মধ্যে ২ শতাংশ, প্রিন্টসহ হলফনামা বাবদ ৩০০ টাকা, ই-এ-এন বাবদ ২২৫ টাকা, পে- অর্ডার , নোটিশ বোর্ড ফিস বাবদ ২০০ টাকা ও দলিল লেখকদের লেখা খরচ বাবদ ৮২৫ টাকা উল্লেখ রয়েছে।

অসাধু দলিল লেখক ও অসাধু কর্মচারীরা বিভিন্ন কারন দেখিয়ে দলিল প্রতি ৩’শ টাকা থেকে ৮’শ টাকা ও নকল সরবরাহের জন্য ১ হাজার টাকা থেকে ১ হাজার ৫’শ টাকা পর্যন্ত আদায় করা হচ্ছে। অফিস সহকারী হাঁসনা হেনা বকুল সরাসরি গ্রাহকদের কাছ থেকে এই টাকা গুলো আদায় করে। পরে সাব-রেজিস্টার সহ সকল কর্মচারীরা ভাগ-বাটোয়ারা করে পকেটস্ত করেন।

এছাড়ও সময়মত অফিসেও আসেননা বলে জানা যায় সাব-রেজিস্টার মাহফুজ রানা।

১নং দলিল লেখক সমিতির মহুরীদের চাপ দিয়ে জিপি দলিলে সরকারি ফিস ৬’শ টাকা। সেখানে ১ হাজার ৭’শ টাকা আদায় করছেন। ২নং কবলা দলিলে সরকারি ফিস মাত্র ৩’শ টাকা। দলিল ফাইলিংয়ের নামে সেখানে আদায় করা হচ্ছে ৮’শ টাকা, ৩নং নকল সরবরাহের জন্য সরকারি ফিস ৪’শ ৫০ টাকা। সেখানে আদায় করা হয় ১ হাজার থেকে ১২’শ টাকা। ৪নং নামবারিং দলিলে ২ হাজার টাকা আদায় করছেন। ৫নং মসজিদ উন্নয়নের জন্য দলিল প্রতি ২০ টাকা উত্তোলন করা হলেও সেই টাকারও ভাগ নেয় মাহফুজ রানা। এছাড়াও স্ট্যাম্প কম্পিউটার কম্পোজ না করে রেজিস্ট্রি কাজ সম্পাদন করছেন বলে জানা গেছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক দলিল লেখক জানান, দলিল প্রতি অতিরিক্ত ৩৫০ টাকা দেওয়া লাগে। এর মধ্যে জেলা রেজিস্টার বাবদ ২০০ টাকা, সাব-রেজিস্টার বাবদ ১০০ টাকা এবং অফিস বাবদ ৫০ টাকা উল্লেখ করা হয়।

অন্য এক দলিল লেখক জানান, কমপক্ষে ৫০০ টাকা না দিলে কোন জমি রেজিস্ট্রি করেন না সাব-রেজিস্টার। অফিস সহকারি হাসনা হেনা বকুলের মাধ্যমে সাব-রেজিস্টার এই অর্থ গ্রহণ করেন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, প্রতি মাসে কমপক্ষে ৩০০ দলির সম্পন্ন হয় গাংনী সাব-রেজিস্টার কার্যালয় থেকে। দলিল প্রতি কমপক্ষে ৩৫০টাকা নিলেও অতিরিক্ষ লক্ষাধিক অতিরিক্ত অর্থ তারা ক্রেতা-বিক্রেতাদের কাছে থেকে হাতিয়ে নিচ্ছেন।

ভুক্তভোগী গাংনী শহরের হাসপাতাল বাজারের হায়দার আলী জানান,গাংনী সাব-রেজিস্টার অফিসে কোন নিয়ম নেই । অতিরিক্ত টাকা ছাড়া কোন কাজতো হয়ই না কেউই কথাও শোনেন না।

বানিয়াপুকুর গ্রামের মুসফিক জানান, সরকারী নিয়মের বালাই নেই লাগাম হীন ভাবে টাকা নেই হয় আমরা সাধারন মানুষ কার কাছে যাবো সবাই সাব-রেজি: অফিসের তিনজনের কাছে জিস্মি।

গাংনী উপজেলার এলাঙ্গী গ্রামের আবুসামা জানান, আমি জমি ক্রয় করে রেজিস্ট্রি করতে গিয়ে অতিরিক্ত টাকা চাওয়ায় বিপাকে পড়েছি।

তবে এসব অভিযোগ অস্বীকার করে সাব-রেজিস্টার মাহফুজ রানা জানান, গাংনী সাব-রেজিস্টার অফিসকে একটি মডেল হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করছি। কিন্তু একটি মহল আমাকে বাধা গ্রস্থ করছে। আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমার বিরুদ্ধে সকল অভিযোগ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।

মেহেরপুরে বিদ্যুতের ভুতুড়ে বিলের অভিযোগ

মেহেরপুরে বিদ্যুতের ভুতুড়ে বিলের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছেন গ্রাহকরা। এমন অভিযোগ তুলেছেন বেশকয়েকজন গ্রাহক। ভুতুড়ে বিলের সমস্যায় পড়ে তারা বিড়ম্বনার শিকার হচ্ছেন। এ নিয়ে বিদ্যুৎ অফিসে ধর্ণা দিলেও কোন সুরাহা পাচ্ছেন না গ্রাহকরা।

মেহেরপুর কাথুলী সড়কের সেনাবাহিনীর সার্বেক সার্জেন্ট মহিবুল ইসলাম এমনই এক অভিযোগ করেছেন মেহেরপুর প্রতিদিন এর কাছে।

তিনি জানান, প্রতি মাসে তার দোকানে সর্বোচ্চ ১০ ইউনিট বিদ্যুৎ

ব্যাবহার হয়। অথচ জুন মাসে ১৩৫ ইউনিট ব্যবহার দেখিয়ে বিল করা হয়েছে ১হাজার৩৬৯ টাকা। তিনি জানান, এ নিয়ে বিদ্যুৎ অফিসে গেলেও কোন সুরাহা হয়নি। উল্টো বিদ্যুৎ বিল দ্রুত পরিশোধ করার জন্য তাগাদে দেন।

শহরের হোটেল বাজার শাহানাজ বেগম জানান, তার বাসাতেও অতিরিক্ত ২০০ ইউনিটের বিদ্যুৎ ব্যবহার দেখানো হয়েছে। ইউনিটের স্পেল অনুযায়ী বিদ্যুৎ দাম বৃদ্ধি হওয়ায় অতিরিক্ত দুই হাজার টাকা বিদ্যুতের বিল দেওয়া হয়েছে। এর থেকে পরিত্রাণের চাই।

এ ব্যাপারে বিদ্যুৎ সররবরাহ শাখার নিবার্হী প্রকৌশলী সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে তাঁকে পাওয়া যায়নি।

গাংনীর কুমারীডাংগা ক্যাম্পে বিট পুলিশিং এর উদ্বোধন

“বিট পুলিশিং বাড়ি বাড়ি নিরাপদ সমাজ গড়ি” “আপনার পুলিশ আপনার পাশে,” “তথ্য দিন সেবা নিন” এই স্লোগান সামনে রেখে গাংনীর কুমারীডাংগা ক্যাম্পে বিট পুলিশিং এর উদ্বোধন করা হয়।

সোমবার সকাল সাড়ে দশটার দিকে কুমারীডাংগা ক্যাম্পে বিট পুলিশিং এর উদ্বোধন করা হয়।

কুমারীডাংগা ক্যাম্পের এস আই আব্দুল আলিমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, গাংনী থানার অফিসার্স ইনচার্জ ওবায়দুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী থানার ওসি তদন্ত সাজেদুল ইসলাম।

অনান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, মটমুড়া ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মোঃ সোহেল আহম্মেদ, মটমুড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বারী ও মনিরুজ্জামান আতু সহ ইউ পি সদস্য বৃন্দ।

উক্ত অনুষ্ঠানে ৬ সদস্য বিশিষ্ট বিট পুলিশিং কমিটি গঠন করেন। যা কুমারীডাংগা ক্যাম্পের এস আই আব্দুল আলিমের নেতৃত্বে পরিচালিত হবে।
এবং গাংনী থানার অফিসার্স ইনচার্জ ওবায়দুর রহমান বিট পুলিশিং কি এবং কেন এই বিট পুলিশিং কমিটি গঠন করা হলো তা বিস্তারিত জানান।

এ বিষয়ে মটমুড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সোহেল আহম্মেদ জানান বিট পুলিশিং এখন জনগণের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পুলিশের সেবা নিশ্চিত করবেন। এবং আমরা সকলেই কৃষি পরিবারের সন্তান তাই আমাদের ছোট খাটো সমস্যা নিয়েও এখান থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে থানায় যেতে হতো এখন থেকে আমাদের যাতেকরে ছোট খাটো এই সমস্যা নিয়ে থানায় যেতে না হয় তার জন্য এই বিট পুলিশিং এর ব্যাবস্থা করেছেন।

এ বিষয়ে কুমারীডাংগা ক্যাম্পের এস আই জানান আমরা আপনাদের পাশে সবসময় তবে আপনাদেরও আমাদের সহযোগিতা করতে হবে এবং বিট পুলিশিং সম্পর্কে সকলকে অবহিত করতে হবে।